...উপজেলায় ৪০ শয্যা বিশিষ্ট ... অধিকার সংরক্ষণ ও ... নিয়েছে। শিশুদের
শিশু পরিবার প্রতিষ্ঠার যুগান্তকারী ও ... কল্যাণে প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঐকা-
সময়োচিত পদক্ষেপ। বর্তমান সরকার ... ন্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক
... স্বীকৃতি ও প্রশংসালাভ...

দৈনিক সংবাদ

49

তারিখ ... 05 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 7

প্রাথমিক শিক্ষার হাল হকিকত

আমাদের বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয় না, একথা বলার উপায় নেই। শত শত কাগুজে সিদ্ধান্ত। নিরলস বাগাড়ম্বর।

দেশের প্রধানমন্ত্রী আছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। তিনি দেশে বিদেশে বর্তমান সরকারের শিক্ষাদরদের গুণগান করে বেড়ান। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হবে শিগগির। আমরা শুনতে পাই সরকার নাকি 'সার্বজনীন শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে ব্রতী' হয়েছেন।

শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ করার ব্যাপারেও বড় বড় কথার কমতি নেই। বাজেট বরাদ্দে শিক্ষাকে নাকি অগ্রাধিকার দেয়া হয়। নানা ধরনের দান-অনুদানের কথা শোনা যায়। তবে বাস্তবে কতটা খরচ হয় এবং কোথায় কিভাবে খরচ হয় তার প্রকৃত চিত্র সবসময়েই ঘোলাটে থেকে যায়। অনেক বলে-কয়ে বিশ্ব ব্যাংককে রাজী করানো হয়েছে। এই ঋণদাতা সংস্থাটি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নাকি আগামী পাঁচ বছরে ১১০০ কোটি টাকা দেবে। প্রচার করা হচ্ছে, সরকার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮ হাজার বিদ্যালয় নির্মাণ করবে। আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষা খাতে প্রচুর টাকার বরাদ্দ।

কিন্তু দেশের হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যা অবস্থা, তাতে একথা দেশবাসীকে বোঝানো কঠিন হয়ে পড়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি এই সরকারের ন্যূনতম আগ্রহ আছে অথবা ক্রমাবনতি ঠেকানোর জন্য সরকারের হাতে কোন টাকা পয়সা আছে। প্রকৃত অবস্থাটি করুণ বললেও বোধ হয় কম করে বলা হয়।

প্রায় প্রতিদিন দেশের নানা অঞ্চল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর করুণ অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিচিত্র খবর প্রকাশিত হয়। উদাহরণের অভাব নেই। গত শুক্রবার প্রকাশিত আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো সচিত্র সংবাদ থেকে জানা গেল, জরাজীর্ণ ও আসবাবপত্রহীন বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ভেঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক আহত হওয়া, ইট বিছিয়ে ক্লাসে বসা এবং মেঘের ডাক শুনে খোলা মাঠের স্কুলে ছুটির ঘন্টা বাজা যেন নিত্যদিনের ঘটনা।

সাভারের ভাদাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'নড়বড়ে খুঁটির ওপর পুরনো টিনের তৈরী' ভবনটির অস্তিত্ব বিলীন হবার পথে। পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী খোলা আকাশের নীচে মাটিতে বসে পড়াশুনা চালাচ্ছে। খুলনা, নাটোর, কুমিল্লা ও আখাউড়ার অধিকাংশ বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ। নড়াইল জেলার শতকরা ৪০ ভাগ বিদ্যালয়ে কোন চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও ব্লাকবোর্ড নেই। বহু ছাত্রছাত্রীকে বাড়ী থেকে মাদুর বা চাটাই আনতে হয়। না হলে ইটের ওপর বসে পাঠাভ্যাস। সারাদেশেই এই চিত্র। সর্বত্র 'নেই নেই।' গত মাসের ১৪ তারিখে পত্রান্তরে প্রকাশিত একটি খবরে জানা গেল, একমাত্র মাদারীপুর জেলাতেই তিন শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তীব্র আসবাবপত্র সংকট। আবার ১৬ তারিখে আমাদের সংবাদদাতারা জানালেন, দেশের আরো কিছু অঞ্চলের জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবনগুলোর কথা। যারাই হিসেব রাখছেন তাদের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

এই ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় অন্য সবার মত আমরাও শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে দেয়ার চেষ্টা করি। দেশের পল্লী অঞ্চলের শিক্ষার ওপর নজর দেয়ার জন্য আহ্বান জানাই। শিক্ষক-সংকটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোন তৎপরতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। শিক্ষা উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন নজির আমাদের চোখে পড়ে না। অভিযোগ করতে করতে অনেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। দিনের পর দিন কোন প্রতিকার না পেয়ে অনেক অঞ্চলের মানুষ অভিযোগ করাই ছেড়ে দিয়েছেন। বিরাজ করছে হতাশা।

দেশে শুকনো মৌসুম শুরু হয়েছে অনেক দিন হল। এই সময়েই নির্মাণ ও মেরামতের কাজ শুরু হওয়া উচিত। অথচ এই সময়েই পাওয়া যাচ্ছে সবচেয়ে বেশী অভিযোগ। সরকারের নিষ্ক্রিয়তার জবাবদিহি করবে কে? প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের নামে প্রহসন আর কতদিন চালানো হবে? সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে কোন দিনই কি সমন্বয় হবে না?